খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

# সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 27 ❑ 19 Sept., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

## বিডিও থেকে দেওয়া বীজ খোলাবাজারে বিক্রির অভিযোগ

প্রতিনিধি : ব্লক অফিস থেকে দেওয়া কলাইয়ের বীজ দোকানে বসে খোলা বাজারে বিক্রি করার অভিযোগ উঠল এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে বাগদা থানার পুলিশ ও জয়েন্ট বিডিও এই দোকানে হানা দিয়ে দোকানটিতে তালা মেরে ব্যবসায়ীকে আটক করে নিয়ে যায়। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা কৃষক বাজারে। বিজেপির অভিযোগ, ব্লক অফিস থেকে বীজগুলি বন্টন করা হয়েছিল। তৃণমূল নেতাদের মদতেই এভাবে খোলা বাজারে সেগুলি বিক্রি হয়।

সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগদা কৃষক বাজারের ভিতরে প্রদীপ বিশ্বাসের সার বীজের দোকান রয়েছে। অভিযোগ, সেই দোকান থেকেই যে বীজগুলি ব্লক অফিস থেকে চাষীদের বিনামূল্যে দেওয়া হয়, সেগুলিই বিক্রি করছিল প্রদীপ। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে প্রদীপবাবুর মেয়ে বলেন, 'আমার বাবা নিপাট ভালো লোক। কোন দু নম্বরী কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। ওনাকে কেউ হয়তো দিয়েছে, উনি হয়তো জানেন না। তবে পুলিশ তদন্ত করে দেখুক।

এ বিষয়ে বাগদা পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সরদার বলেন, 'আমরা শুনেছি এরকম। দোকানে বিক্রি হচ্ছিল। পুলিশ এসে নিয়ে গিয়েছে। যদি সত্যিই সরকারি বীজ বিক্রি করে থাকে তাহলে সেটা অন্যায়। শাস্তি যোগ্য বাগদা বিজেপি মন্ডল ১ সভাপতি দিবাকর তরফদার বলেন, 'পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে এই বীজগুলো বন্টন করা হয়। তৃণমূল নেতাদের সহচর্যে এভাবেই বীজগুলি খোলা বাজারে এসে বিক্রি হয়। এরা দুর্নীতি ছাড়া কিছু বোঝেনা। তৃণমূলের বিরুদ্ধে করা বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করে বাগদা পূর্ব ব্লকের তৃণমূল সভাপতি পরিতোষ কুমার সাহা বলেন সরকার গরীব কৃষকদের জন্য বিনামূল্যে বীজ প্রদান করে।

তৃতীয় পাতায়...

## বনগাঁতে অনুষ্ঠিত হল জাতীয় লোক আদালত

নীরেশ ভৌমিকঃ গত ১৪ সেপ্টেম্বর সারা দেশের সাথে বনগাঁ মহকুমা আদালতেও জাতীয় লোক আদালত বসে। মহকুমা লিগাল সার্ভিস কমিটির ব্যবস্থাপনায় ৬ টি বেঞ্চে লোক আদালতের কাজ কর্ম হয়।

তৃতীয় পাতায়...

## ইন্ট্রিগেটেড কোর্ট কমপ্লেক্সের শিলান্যাস বনগাঁ আদালত চত্বরে

প্রতিনিধি : বনগাঁ মহকুমা আদালত চত্বরে এবার তৈরি হবে ইন্টিগ্রেটেড কোর্ট কমপ্লেক্স। বৃহস্পতিবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে প্রকল্পের শিলান্যাস হল। কেন্দ্র এবং রাজ্যের আর্থিক সহযোগিতায় এই প্রকল্প গড়ে তোলা হবে। এর জন্য মোট ১৮ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এদিন সকালে ভার্চুয়ালি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম, বিচারপতি দেবাংশু বসাক, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। বনগাঁ আদালত চত্বরের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন জেলা জজ সুদীপ্ত কুমার দে, পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার সহ অন্যান্যরা। বনগাঁয় এই প্রকল্পের শিলান্যাস করেন জেলা জজ সুদীপ্ত কুমার দে।

সূত্রে জানা গিয়েছে আদালতে 'পেপার লেস' কোর্ট চালু করার লক্ষ্যে এবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে চালু হবে 'ই-কোর্ট'। যেখানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চলবে বিচার প্রক্রিয়া। আদালতের একাধিক নতুন কক্ষ বা ঘর নির্মাণের লক্ষ্যে তৈরি হবে ' জি প্লাস ফোর' ভবন। সেই ভবনে থাকবে আদালতের উকিল বাবু ও কর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা। আসামীদের রাখার জন্য উপযুক্ত কোর্ট লক আপ, সেমিনার রুম, আধুনিক শৌচালয়, আদালতে আসা বিচার প্রার্থীদের জন্যও থাকছে পর্যাপ্ত বসার জায়গা। এ বিষয়ে জেলা জজ বলেন,

তৃতীয় পাতায়...

## ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা

প্রতিনিধি : নিম্নচাপের প্রভাবে শুক্রবার রাত থেকেই টানা বৃষ্টিতে ভিজছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি। শনিবার সকাল থেকেও আকাশের মুখ ভার। ক্রমাগত বর্ষণ হয়েই চলেছে। যার ফলে বনগাঁ পৌরসভার একাধিক এলাকা সহ বনগাঁ বাগদা গাইঘাটার বিস্তীর্ণ চাষের জমিতে জল জমেছে। এর ফলে ফসল নষ্টের আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছেন কৃষকেরা। বনগাঁ পৌরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক এলাকা, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের দীনবন্ধু নগর তাবু কলোনি সহ একাধিক এলাকায় জল জমে সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দারা। তার ওপরে কারেন্ট না থাকায় চলছে না জল নিকাশির কাজে ব্যবহৃত মটর। ফলে একাধিক জায়গা জলমগ্ন।

বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দীনবন্ধু নগর ইছামতি নদীর তীরে। নদীর জল পাড়ের কানায় কানায় পরিপূর্ণ। তার উপর বৃষ্টির জল জমে বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না। তাবু কলোণী এলাকার বাড়ির উঠোনে, ঘরে জল ঢুকছে। সাপ পোকামাকড়ের আতঙ্কে ভুগছেন তারা।

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

IIAT
ISO 9001 : 2015 Certified Organisation
INDIAN INSTITUTE OF ACCOUNTS AND TAXATION
EXPERIENCED FACULTY INCLUDING CA, CMA & ADVOCATE
Tally Prime
MS-Excel
E-filing of Income Tax Return
GST(Goods and Service Tax)
TDS / TCS
ESI / PF
ROC E-Filing
Trademark Filing
Basic Computer
Bongaon, North 24 Parganas
Phone : 980452-2070 707489-8575
Website : www.iiat.in

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
# সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ২৭ ❐ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

## কবে হবে বুভুক্ষার অবসান

বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর উৎসবে ফেরার ফেরার ডাক। তা নিয়ে বিরোধীদলের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ স্বরূপ সরকারের দেওয়া পুজোর অনুদান প্রত্যাখ্যান। বিশ্বকর্মা পুজোর সকালে আকাশে কালো বেলুন, কালো ঘুড়ি উড়িয়ে প্রতিবাদ। বিভিন্ন বনেদি বাড়ির পুজোতে আবার আড়ম্বর বাদ দিয়ে শুধুই দেবীর আবাহনটুকুই রেখেছে। সবই তিলোত্তমা কাণ্ডের প্রতিবাদ। ''বিচার চায় তিলোত্তমা।'' নিম্নচাপের ভারী বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তিলোত্তমার বিচারের সাথে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকড় উপড়ে ফেলার জন্য জুনিয়র ডাক্তারদের অনড় অবস্থান। তার মধ্যে চলছে নবান্ন-কালীঘাট নিষ্ফল বৈঠক। তার উপর ভারী বৃষ্টিতে চাষীদের মাথায় হাত। কষ্টের ফসল সবই জলের নীচেয়। ফল স্বরূপ মধ্যবিত্তের হাহাকার! বানভাসী এলাকায় ঘরহারাদের আর্তনাদ। মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই। ক্ষুধার্ত শিশুর মুখে রান্না করে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেবার জায়গা নেই। সব মিলিয়ে এ যেন ভীষণ এক অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে দিন গুজরান। কবে আসবে স্বস্তি! কবে পাবে তিলোত্তমা ন্যায় বিচার! কবে কাটবে সামাজিক অস্থিরতা! প্রতীক্ষায় বুভুক্ষিত মানুষের দল।

## পান্থজনের পথলিপি

### দেবাশিস রায়চৌধুরী

*[প্রতিনিয়ত মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে এতদিন সে শুধু মাটি দেখেছে। রাস্তায় চোখ রেখে চিনেছে অজস্র পায়ের মানচিত্র।এভাবেই পড়া হয়ে গেছে ছোটো বড় পায়ের বিচিত্র ভূগোল। তখন তার চারপাশে সবাই ব্যস্ত ছিল পদপল্লব উপাসনায়। সে নিজেও তো এই সিলেবাসের ছাত্র ছিল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে,হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ সে কখনও আকাশ দেখেনি। কোনও পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় সে পায়নি। আজ পথের প্রান্তদেশে এসে হঠাৎ তার পদস্খলন হল। এখন চিৎপাত শুয়ে এক পান্থ দেখছে তার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। কী অপার মহিমা তার ! এবার দু'হাত মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে সটান। ছটফটিয়ে উঠছে পা। পথ ডাকছে। ডাকছে সিলেবাসের বাইরের এক অন্য জীবন। সে এখন প্রান্ত পথের পান্থ। সেই অচেনা-অজানা জীবন তাকে দেখতে হবে,ছুঁতে হবে,ঘ্রাণ নিতে হবে। তারপর লিখে রাখতে হবে পথের কথা,পান্থজনের টুকরো সংলাপ, প্রান্তবাসীর ঘর গেরস্থালীর নিত্য যাপনকথা। যা কখনও হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নকথা হয়তো বা কল্পকথা।]*

### ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে

গত সপ্তাহের পর...

অনেকেই অবাক হবেন যদি শোনেন এ দোকানটি হচ্ছে কমল দাশগুপ্তের। সেই কমল দাশগুপ্তের কথাই আমি বলছি যিনি নজরুলগীতি ভক্তদের অতি পরিচিত এবং প্রিয় নাম। একদা ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিখ্যাত সুরকার। যার স্ত্রী নজরুলগীতির সুন্দরতম গায়িকা ফিরোজা বেগম। অনেকের মতো আমাকে শুনেও বিস্মিত হতে হয়েছিল। সুরকার কমল দাশগুপ্ত দোকানে বসে টুকিটাকি জিনিস বিক্রি করছেন। তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন আপনি দোকানে বসছেন? বিস্মিত ভরা গলায় তিনি জবাব দিলেন, 'আমাকে তো সংসার চালাতে হবে? খেয়ে বাঁচতে হবে।'..... তার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্যই গিয়েছিলাম। শুনে তিনি সরাসরি অস্বীকার করলেন, 'আমি সাক্ষাৎকার দেবো না।' প্রশ্ন করতে হলো 'কেন দেবেন না?' তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'এতোদিন পর সাক্ষাৎকারের জন্যে এসছেন, থাক না। ওসব ঝামেলা করে কি লাভ?' আরো কিছুক্ষণ নীরব মুহূর্ত কাটলো। তারপর তিনি যেন স্বগতোক্তি করলেন, 'পাঁচ বছর এদেশে আছি, কই কেউ তো কোনদিন সাক্ষাৎকার নিতে আসেনি। কোনদিন বেতার টেলিভিশন জানতেও চায়নি, কেমন আছি? আজ এতোদিন পর কি দরকার ওসবের?' বলতে বলতে শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠস্বর অভিমানে গাঢ় হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, 'তখন সময় অন্যরকম ছিলো। তখন শিল্পী কমল দাশগুপ্তকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিলো। কিন্তু এখনকার অবস্থা তো অন্যরকম।' 'কি রকম?' অত্যন্ত ধারালো গলায় তিনি প্রশ্ন করলেন। বললাম, 'দেশে এতো বড় একটা বিপ্লব হয়ে গেলো। তিরিশ লক্ষের ওপরে মানুষ রক্ত দিলো। গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় এলেন। এটা কি পরিবর্তন নয়?' তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'বিপ্লব মানে তো পরিবর্তন। ব্যাপক পরিবর্তন। বিপ্লবটা হলো কোথায়? সবই তো দেখছি আগের মতো। আগে যা ছিলো এখনো তো তাই দেখছি।' আমাকে এরপর বলতে হলো, 'আগে পাকিস্তান ছিলো, এখন বাংলাদেশ হয়েছে।' 'হয়েছে, মাথা নেড়ে তিনি সায় জানালেন- 'কিন্তু মানুষগুলো বদলায়নি। আগে যে আমলারা ছিলো এখনো তারাই আছে।'

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পর কয়েকদিন ধরে যে অরাজাকতা চলল, সেই প্রেক্ষিতে তাঁর সেই দূরদর্শী মন্তব্য আজও প্রাসঙ্গিক মনে হয়। প্রতিবেদক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বাংলাগানের প্রচার বা প্রসারে তাঁর কোনো মতামত আছে কিনা। **চলবে...**

## বনসাই যখন শিল্প

### অজয় মজুমদার

বেশ কয়েকজন মানুষ এক জায়গায় মিলিত হয়ে এক অন্য ধরনের আলোচনা করেন। একবার তাদের আলোচনা শোনার জন্য পাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম। অসুবিধা হয়নি। কারণ সকলেই আমার ঘনিষ্ঠ মানুষ। তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হল গাছের স্বাস্থ্য। কার গাছের বাম দিকে শাখা গজাচ্ছে না। গাছটিকে ঠিকমত সেপ-এ আনতে পারছে না। অন্যজন কিছু সাজেশন দেন। ওদের গল্পে কোন রাজনীতি নেই। ওরা কখনোও উত্তেজিত হন না। ওরা ডি.এ-এর দিয়ে হিসেব করেন না। এ এক অন্য জগৎ। কেউবা শিশুদের স্কুলে পড়ান, কেউবা সরকারি কর্মচারী, কেউবা ছোট বড় ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। আমার সঙ্গে যার সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা, তিনি বেশিরভাগ সময়ই উদ্ভিদ স্বাস্থ্য আলোচনায় নেতৃত্ব দেন, তিনি বশিষ্ঠ গোস্বামী। সংগীত পূজারী। তাঁর বনসাইগুলি সংগীতের রাগ রাগিনির মতই নিজস্ব ছন্দে চলে। তিনি বনসাই প্রস্তুত করে চলেছেন। তাঁদের বনসাই চাষী, কিংবা বনসাই পালক বলা চলে না। কারণ তাঁরা 'গ্যালিভার ট্রাভেল' এর মানুষগুলোর মতো গাছগুলিকে প্রস্তুত করেন। বড় গাছকে বামন করে রাখা। মানুষের মধ্যে যারা বামন, তাদের সোমাটো ট্রফিক হরমোন (এসটিএইচ) কম ক্ষরণের জন্য বামন হয়। কিন্তু গাছের ক্ষেত্রে এই জাদুকরেরা বড় বড় গাছগুলিকে ছোট গাছের মধ্যে রূপকথার দৈত্যের মতো বোতলে (ছোট টবে) রেখে দেন।

কী এই বনসাই? আর কেনই বা এর এত জনপ্রিয়তা। বনসাই কথাটি জাপানি ভাষা থেকে এসেছে। জাপানি ভাষায় বন(bon) এর অর্থ অগভীর পাত্র এবং সাই (Sai)এর অর্থ একটি গাছ। অর্থাৎ অগভীর পাত্রে উদ্ভিদ প্রতিপালন করার জন্যে জাপানি কলার মাধ্যমে ক্ষুদ্র আকারের পাত্রে ক্ষুদ্র আকারের গাছ উৎপাদন করাকে বনসাই (Bonsai)বলে। এই কাজে বাগান তৈরীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে কলার জ্ঞান ও সূক্ষ্মবোধকে মিশিয়ে কাজ করা হয়ে থাকে। প্রকৃতিতে একটি পরিণত গাছের সব গুনাবলীগুলি যুক্ত ক্ষুদ্র আকারের কিন্তু পরিণত গাছ ক্ষুদ্র আকারের অগভীর পাত্রে উৎপন্ন করার মাধ্যমে এই অভিষ্ঠ লক্ষ্য পূরণ করা হয়ে থাকে।

বশিষ্ঠদার সঙ্গে দেখা হলো। আমাকে বনগাঁর কুসুমিকা প্রদর্শনী দেখতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। আমার যেতে বেশ কিছুটা দেরি হলো। ওঁকে আর পাইনি। আমি পুষ্প প্রদর্শনীতে গিয়ে প্রথমেই বনসাই বিভাগে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি গাছের দিকে চোখ পড়ল। গাছের একটি ঝুড়িতে প্রথম পুরস্কার লেখা রয়েছে। আগ্রহ আরো বাড়তে লাগলো। প্রথমের দেখি একটি গাছের টবের গায়ে নাম লেখা--- বশিষ্ঠ গোস্বামী। গাছটি দূর থেকে দেখলে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের আকর্ষণীয় বটগাছটার কথাই মনে পড়বে। এই গাছটি অবশ্য বটের অন্য এক প্রজাতির। নাম ফাইকাস নুডা। সাধারণ বট। যা আমরা সাধারণত দেখতে পাই, তার নাম ফাইকাস বেঙ্গালেনসি। দুটি গাছের গোত্র কিন্তু একই। অর্থাৎ মোরেসি। গাছটির বয়স কুড়ি বছর। অর্থাৎ কুড়ি বছর ধরে তিনি গাছটিকে লালন পালন করছেন। প্রদর্শনীতে আরও নানা রকমের বনসাই দেখলাম। সকলেরই অক্লান্ত পরিশ্রম চোখের সামনে ভেসে ওঠে। প্রদর্শনীতে আরো অনেক গাছ এসেছিল। সিজন ফ্লাওয়ার,টবে ফলের গাছ। তা হলেও বনসাই শিল্প আমাকে বেশি করে উজ্জীবিত করে। বনসাই যারা লালন পালন করেন, তাদের নিজেদের মধ্যে সুন্দর একটা নেটওয়ার্ক আছে। কে কোথায় কিভাবে বনসাই তৈরি করছে, সব খোঁজই তাঁরা রাখেন। এবার একটু ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরানো যাক-

চীন দেশে হান রাজত্বকালে ২০৬ খ্রীঃপূঃ থেকে ২২০ খ্রিস্টাব্দ চীন শিল্পীরা

**চলবে...**

**উপন্যাস**

## বেঙ্গালুরু উবাচ ১

### পীযূষ হালদার

"আচ্ছা" এই কথাটা বলে বিছানায় গিয়ে বসে পড়লাম। উনি বুক ফুলিয়ে সিংহের মতো হেঁটে চলে গেলেন। এই দুরলঙ্ঘনীয় পাহাড় টাকে কিভাবে টলাবো এই চিন্তা করতে লাগলাম।

টলাতে পেরেছিলাম। সেই কথাটাই আগে বলে নিই। এক সপ্তাহ পরে শনিবার দিন বাবা এসেছিল বাড়ি যাওয়ার আগে। মনে হয় আমি কেমন আছি সেটা দেখতে। সকলকে বাড়ি গিয়ে জানাতে হবে। দেখল আমি বহাল তবিয়তে আছি। একটু হাসলো। এমনিতে হাসে না। বাবা আসার সময় কিছু লজেন্স কিনে নিয়ে এসেছিল। প্রতি সপ্তাহে শনিবার দিন বাবা যখন বাড়ি যেতেন, সকলের জন্য অনেকটা ডালমুট কিনে নিয়ে যেতেন। সেগুলো আমরা বাড়িতে সবাই মিলে খেতাম। ওই এক দিনেই সবাইকে ভাগ করে দেওয়া হত। বাবা আমার হাতে লজেন্সের প্যাকেটটা দিয়ে বললেন, " যখন খাওয়ার ইচ্ছা হবে তখন খাবি। শম্ভুদাকেও দিস। ছোটরা আর কেউ যদি চায় তাদেরকেও দিবি। আমি আবার তোকে এনে দেব।" যাওয়ার সময় বাবা বলে গেলেন, " সামনের শনিবারের দিন আমি আর আসব না। সোমবার দিন সকালে তোর মাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব।

পরের সপ্তাহটা, কবে সোমবার আসবে সেই অপেক্ষায় থাকলাম। যার যার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে সকলেই জেনে গেল আগামী সোমবারে আমার মা আসবেন। তাদেরও উৎসাহ ধরে না। কারণ ছিল। বাবা একদিনই এসেছেন, তিনি লজেন্স নিয়ে এসেছেন। সেই লজেন্স আমি তাদেরকেও বিলি করে দিয়েছি। এবার মা আসবেন। সেটা তো কম কথা নয়। নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়ার আরও কোনও বড় ব্যবস্থা হবে। শুধুমাত্র সেই জন্য নয়। আমার এমন অনেক বন্ধু হয়েছে, যারা আমাকে ভালবাসে। এরকম এক বন্ধুর নাম প্রদীপ। প্রদীপ বসু। সে জানতে চেয়েছিল, "আমার মা কেমন দেখতে!"

আমি বিজ্ঞের মতো বলেছিলাম, "কারোর কাছে, তার মা কি খারাপ দেখতে হয়! আমার মা, আমার কাছে ভালো বটেই। তবে অনেকেই বলে 'তোর মা খুব ভালো দেখতে।'

## চিরন্তন রাখি উৎসব- ২০২৪

প্রতিনিধি : প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে রাখি বন্ধন উৎসব উদযাপন করল গোবরডাঙ্গা চিরন্তন। ব্রহ্ম সমাজ ২ নম্বর রেলগেটে এই স্থানে প্রতিবছরের ন্যায় গোবরডাঙ্গা চিরন্তন পথ চলতি বহু মানুষকে রাখি পরিয়ে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করার প্রয়াস করে থাকে। চিরন্তনের পরিচালক অজয় দাস বলেন, তারা যেহেতু এই রাখি বন্ধন উৎসব প্রতিবারই উদযাপন করে থাকে। তাই এবারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হওয়া সত্ত্বেও তাদের সদস্য সদস্যরা পথে নেমে পড়েছে। সামাজিক এই অস্থিরতা কাটিয়ে আবার সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে আসুক সেই প্রচেষ্টা। দলের সম্পাদিকা সুতপা কর্মকার জানালেন, গোবরডাঙ্গায় পঁচিশটা নাটকের দল এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠন মিলে গোবরডাঙ্গা নাট্য সমন্বয়ের সদস্য হিসাবে চিরন্তন রাখি বন্ধন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিকেল পাঁচটায় শুরু হয়ে আরজি করের পৈশাচিক ঘটনার প্রতিবাদে রাত্রে মোমবাতি সহ যে মৌন মিছিল হয়েছে, তাতে চিরন্তন থেকে অজয় দাস, সুতপা কর্মকার, লক্ষ্মণ, শোভন ,দেবার্ঘ্য, তিথি, সায়ন, উজান ,অদ্রিস দাস এবং অন্যান্যরা ওই মৌন মিছিলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

# বিজেপির রক্তদান শিবিরে রক্ত দিলেন ৬৫ জন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গ্রীষ্মের দিনে রক্তের সংকট কাটাতে বিগত বছরগুলির মতো এবারও এক স্বেচ্ছারক্তদান শিবিরের আয়োজন করে ভারতীয় জনতা পার্টির

বনগাঁ দক্ষিণের মণ্ডল-২ কমিটি। গত ১৯ সেপ্টেম্বর ফুলসরা জিপির বকচরা বাজার পার্শ্বস্থ দলীয় কার্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছারক্তদান শিবিরে ৬৫ জন দলীয় কর্মী ও সমর্থক রক্তদান করেন। রক্ত দাতাদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়। বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও কর্মীগন রক্ত সংগ্রহ করেন। উদ্যোক্তা ও রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলীয় সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, স্থানীয় বিধায়ক স্বপন মজুমদার, দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মণ্ডল, দলনেত্রী তথা ফুলসরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান টুসি রায় সেন প্রমুখ। মণ্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ ও সহ-সভাপতি দীপঙ্কর মণ্ডল উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ দলীয় নেতা কর্মীগনের এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনের মঞ্চে দলনেত্রী তথা গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির অন্যতম সদস্যা অর্পনা মণ্ডলের পরিচালনায় এলেকার কচি-কাঁচারা দেশাত্ববোধক সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে। সাম্প্রতিক কলকাতার আর.জি. কর হাসপাতালের পড়ুয়া চিকিৎসক তিলোত্তমার উপর নির্মম-নিষ্ঠুর ও নারকীয় হত্যার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে অর্পনা দেবী বলেন, তিলোত্তমার স্মরণে আমরা আজকের এই রক্তদানকে উৎসর্গ করলাম। সেই সঙ্গে অনতিবিলম্বে তিলোত্তমার সুবিচার কামনা করেন। সংগীত, নৃত্য এবং কথায়-কবিতায় ও বহু মানুষের উপস্থিতিতে বিজেপি আয়োজিত এদিনের রক্তদান উৎসব সার্থকতা লাভ করে।

# পরম্পরার সংগীত কর্মশালায় বহু বিশিষ্টজনের সমাগম

সঞ্জিত সাহা ঃ সংস্কৃতির শহর গোবরডাঙার অন্যতম সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান পরম্পরার উদ্যোগে তিনদিনের এক সংগীত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটার হলে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর সকালে সমবেত শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে দেবী সরস্বতী ও গণেশ বন্দনার মধ্য দিয়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বোলন করে আয়োজিত কর্মশালার অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গোবরডাঙা পৌরসভার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত, রাজ্য সংগীত ও নাট্য আকাদেমীর অন্যতম সদস্য এবং বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিস চট্টোপাধ্যায়, ছিলেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ। পরম্পরার প্রাণপুরুষ হাবড়ার নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাজু সরকার সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্যে সংগীত চর্চা ও প্রসারে গোবরডাঙা পরম্পরার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। শিক্ষিকা জবা কুন্ডুর (মনিমা) সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে অনুষ্ঠিত কর্মশালার শুরুতে গোবরডাঙা হিন্দু কলেজের সংগীত বিভাগের অধ্যাপিকা প্রতিতী প্রামানিক দে বাংলা কাব্য ও সংগীত জগতের পঞ্চ কবিকে স্মরণ করে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। কর্মশালায় উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষার্থীগনের সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত পঞ্চ কবির অন্যতম রজনী কান্ত সেনের তুমি নির্মল কর, মঙ্গল কর— সংগীতটি উপস্থিত সকলের হৃদয়কে ছুয়ে যায়। কবিগুরুর পূজা পর্যায় স্বদেশ পর্যায় ছাড়াও বিদ্রোহী কবির ভক্তিগীতির বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপিকা প্রতিতী দেবী। বিভিন্ন দিনে সংগীতজ্ঞ মৃগনাভি

চট্টোপাধ্যায়, পৃথা কুন্ডু, দেবদৃত চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিষ্ঠা দাস প্রমূখ কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

১৫ সেপ্টেম্বর কর্মশালার শেষ দিনে আসেন ভারত কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা আশিস গিরি এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ড. দেবাশিস মণ্ডল এবং চন্দন কুমার রায়, ছিলেন রাজ্য সংগীত ও নাটক আকাদেমীর সচিব হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়সহ আরোও অনেকে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সংগীতের অতীত ও বর্তমান এবং সংগীতের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন এবং বাংলার সংস্কৃতি এবং সংগীতের চর্চা ও প্রসারে এই ধরনের কর্মশালার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। কর্মশালা শেষে এদিন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ৩২জন শিক্ষার্থীর হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। কর্মশালাকে ঘিরে সকল প্রশিক্ষনার্থীর মধ্যে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

# ইমনের নতুন প্রযোজনা "জাগো বহ্নিশিখা"

প্রতিনিধি : সম্প্রতি তপন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টার-এর নতুন মূকাভিনয় প্রযোজনা "জাগো বহ্নিশিখা"। এদিন মিতালী উৎসব নাট্য সংস্থা(মিউনাস)-র ২৫বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ হল ইমনের এই মূক-প্রযোজনা। আমরা ভারতবাসীরা দেশকে মা হিসেবে বিবেচনা করে ভারতমাতার বন্দনা করি। কিন্তু দেশের স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরও মানুষে মানুষে বিভিন্ন বিষয়ে লড়াই থামেনি। চলছে বিভিন্ন নারকীয় ঘটনা। চলছে নারী নির্যাতন। ইমন মাইম সেন্টার মনে করেছে, নারীশক্তির বিকাশ ও প্রকাশ সুস্থ সমাজ ও সমৃদ্ধ ভারত গঠনে বিশেষ ভূমিকা নেবে। সেই চিন্তাকে মাথায় রেখেই পরিচালক ধীরাজ হাওলাদার এই মূকাভিনয়টি সাজিয়েছেন। প্রযোজনায় ধনপতি মন্ডলের আলো আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। উপযুক্ত আবহ দান করেছেন জয়ন্ত সাহা। অভিনয়ে নজর কাড়েন সৃজা হাওলাদার, অনুপ মল্লিক, ইন্দ্রজিৎ দত্ত বণিক রা।

# নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হাবড়া পূর্বাঞ্চল হাইস্কুলে

নীরেশ ভৌমিক ঃ মানবিকতার অবক্ষয় যখন ক্রমবর্ধমান, ঠিক এমনই আবহে গত ৯ - ১০ সেপ্টেম্বর 'হাবড়া পূর্বাঞ্চল হাই স্কুল'-এর ব্যবস্থাপনায় এবং চাঁদপাড়া 'অ্যাক্টো' নাট্য সংস্থার সহযোগিতায় দু'দিনব্যাপী নাট্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপাড়া অ্যাক্টো নাট্য সংস্থার কর্ণধার তথা নাট্য নির্দেশক সুভাষ চক্রবর্তী। বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান গৃহে ৬০ জন ছাত্র- ছাত্রীকে নিয়ে শুরু হয় এই প্রশিক্ষণ শিবির।

কর্মশালায় মূলত শারীরিক ব্যায়াম, অভিনয়, আঙ্গিক ও বাচিক ছাড়াও বর্তমান থিয়েটারের সম্পূর্ণ খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। শিক্ষার্থীদের মনসংযোগ বৃদ্ধি, চিন্ত াশক্তির বিকাশ কিভাবে ঘটানো সম্ভব, এইসব বিষয়ের উপর কাজ করানো হয় বলে জানান দলের পরিচালক সুভাষ চক্রবর্তী। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীপককুমার মন্ডল জানান, "সমাজে সুস্থ-সংস্কৃতির প্রসার সহ শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশই আমাদের লক্ষ্য। সমাজকে বর্ণময় করে তুলতে থিয়েটার-চর্চা অত্যন্ত জরুরি।" ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক এবং আত্মিক উন্নতির জন্য পুনরায় বিদ্যালয়ে নাট্য কর্মশালার ব্যবস্থা করবেন বলেও তিনি আশ্বাস দেন। সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের উচ্চকিত কলতান এবং সঞ্জয় বিশ্বাস, পলাশ দত্ত, প্রাক্তন শিক্ষক সমীর চক্রবর্তী, মৌসুমী দাস শর্মা, অর্ণব বিশ্বাস-এর মতো শিক্ষকদের নিরলস আন্তরিক প্রচেষ্টায় দু'দিনের এই কর্মশালা সর্বাঙ্গীণ সার্থক হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের এ হেন উদ্যোগ এলাকার 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'-এর দিশা হয়ে উঠবে বলেই অভিমত ওয়াকিবহাল মহলের।

# সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত ঠাকুরনগর কলাভূমির রাখী বন্ধন উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও মহাসমারোহে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করে ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন কলাভূমির সদস্যরা। এদিন সকালেই সংগঠনের ছোট-বড় সকল সদস্যগণ অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হন। আসেন কচি কাঁচাদের অভিভাবকগণও। কলাভূমির কর্ণধার বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী প্রশিক্ষক কৃষ্ণ বণিক উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। দিনটির তাৎপর্য ্য গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত বিশিষ্টজন। কলাভূমির সদস্যগণ একে অপরের হাতে সম্প্রীতির রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। রাখী বন্ধন শেষে শুরু হয় মনোজ্ঞ সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান, পরিবেশিত হয় নৃত্যনুষ্ঠান 'আমার বাঁচতে চাই'। নানা অনুষ্ঠান ও বহু সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে ঠাকুরনগর কলাভূমি আয়োজিত এদিনের রাখীবন্ধন উৎসব বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

# জাতীয় লোক আদালত

প্রথমপাতার পর...

এদিনের আদালতে ব্যাঙ্কের অনাদায়ি ঋনের প্রচুর মামলা ছাড়াও রাজ্য বিদ্যুৎ দফ্তর, মোটর ভিহিকেলস্ এর বিবাদ সংক্রান্ত কিছু মামলা সহ আদালতের বকেয়া ছোট ছোট কয়েকটি মামলার নিষ্পত্তি হয়। বনগ্রাম মহকুমা আইনি সহায়তা কমিটির সম্পাদক অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী জানান, আজ প্রায় হাজার খানেক মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে এবং যা থেকে মোট ৫৭ লক্ষ ৭২ হাজার ২৫৭ টাকা আদায় হয়।

আদালতের বিচারপতিগণ ছাড়াও কয়েক জন বিশিষ্ট আইনজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক ও সমাজ কর্মীগণ এদিন সহযোগী বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। নিম্নচাপের অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যেও মহকুমা আইনি সহায়তা সমিতি কর্তৃপক্ষের সুচারু পরিচালনায় এদিনের লোক আদালতের সমস্ত কাজ কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

# খোলাবাজারে বিক্রির অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

যদি কেউ বিক্রি করে, তা অপরাধ।

যদিও ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বীজগুলি তাদের নয়। তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

# ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন

প্রথমপাতার পর...

অনেকেরই বাড়ি থেকে বাইরে বেরোনো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কয়েক ঘন্টা বাদে মোটর চালিয়ে জল বের করা কাজ শুরু হয়েছে। ধারাবাহিক বৃষ্টিতে তারা বন্যা হওয়ার আতঙ্কে ভুগছেন।

পাশাপাশি ভারী বৃষ্টিতে বনগাঁ বাগদা গাইঘাটার একাধিক চাষের জমিতে জল জমেছে। বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর সহ পৌর কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় যাচ্ছেন, ঘুরে দেখছেন পরিস্থিতি। বনগাঁ বাগদা গাইঘাটা ব্লক অফিসের আধিকারিকেরা এলাকার জলের কী অবস্থা, তার খোঁজখবর রাখছেন বলে জানিয়েছেন।

# কোর্ট কমপ্লেক্সের শিলান্যাস

প্রথমপাতার পর...

আপাতত ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে 'জি প্লাস ফোর' ভবন।

আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিচারের কাজ হবে। এতে ঝুলে থাকা মামলার যেমন দ্রুত নিষ্পত্তি হবে, তেমনি আদালতের অব্যবস্থাও কাটবে।

সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী দেড় বছরের মধ্যে বনগাঁ মহকুমা আদালতের আধুনিকীকরণের কাজ সম্পন্ন হবে বলে জানান তিনি।

# আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদের থিম তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের বিশ্বকর্মা পুজোতে

প্রতিনিধি : আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ চলছে রাজ্যজুড়ে। জুনিয়র কর কান্ডের প্রতিবাদের ভাষা ফুটে উঠলো। জাস্টিসের দাবিতে ব্যানার

চিকিৎসক- শিল্পী- শিক্ষক- ছাত্র-ছাত্রীসহ শাসক বিরোধী দলের কর্মকর্তারা বিভিন্ন ভাবে প্রতিবাদ করছেন। এবার তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের বিশ্বকর্মা পুজোতেও আর জি সহ থিম সাজিয়ে তোলা হলো মন্ডপের ভেতর। সেখানে সি বি আই- কে দ্রুত তদন্ত শেষ করার দাবি তোলা হয়েছে । বনগাঁ নিউ মার্কেট এলাকায় মঙ্গলবার তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের বিশ্বকর্মা পুজোর থিম দেখতে, ভিড় করছেন বহু মানুষ। পুজোর প্যান্ডেলের একদিকে রয়েছে আরজিকর কান্ডের প্রতিবাদ। অন্যদিকে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিবাদ মিছিলের ছবি। সঙ্গে বিড়ি শ্রমিক-চিরুনি শ্রমিক সহ একাধিক শ্রমিকের ব্যানার।

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি নারায়ণ ঘোষ বলেন, 'বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে প্রতি বছরের মতন এ বছরও আমরা প্রায় ২০০০ শ্রমিকের হাতে বোনাস তুলে দিলাম। আমরা আরজিকর হাসপাতালের ঘটনার প্রতিবাদে অনেক আগেই নেমেছি। মুখ্যমন্ত্রী নেমেছেন। আমরা চাইছি দোষীদের শাস্তি। কিন্তু যারা রাজ্যকে অশান্ত করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থাকবে।

# মহকুমা শাসক সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য, অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর ও পঞ্চায়েত সদস্য

প্রতিনিধি : মহকুমা শাসককে গালিগালাজ করা একটি অডিও ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় বনগাঁর মহকুমা শাসক এবং বনগাঁ পৌরসভার কাছে অভিযোগ জানালেন বনগাঁর কয়েকজন বাসিন্দা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অভিযোগের কপিতে দাবী করা হয়েছে, ওই অডিও ক্লিপটির কথোপকথন বনগাঁ ব্লকের ছয়ঘরিয়া পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য দীপক ঘোষ, অন্যজন বনগাঁ পুরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। যদিও সংবাদ মাধ্যমের তরফে ওই অডিওটির সত্যতা যাচাই করা হয়নি। অডিও ক্লিপটিতে পেট্রাপোল সীমান্তের ছয়ঘরিয়া পঞ্চায়েতের গ্রাম সদস্য তৃণমূলের দীপক ঘোষকে সীমান্তে পাহারারত বিএসএফ জাওয়ান ও বনগাঁর মহকুমা শাসক উর্মি দে বিশ্বাস-কে কুরুচিকর ভাষায় গালিগালাজ করতে শোনা গিয়েছে। দীপক ঘোষ ও দিলীপ মজুমদার তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। দীপক বাবু বলেন, সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। এটা তাঁর গলার শব্দই নয়। চক্রান্ত করে করা হয়েছে। প্রয়োজনে আইনের দ্বারস্থ হবেন। দিলীপ মজুমদার বলেন 'ওটা আমার গলা শব্দ নয়। চক্রান্ত করে করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই আমি আইনের দ্বারস্থ হয়েছি।

অডিও ক্লিপের বিষয় বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সহ সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, 'অডিওটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিরোধীদের পায়ের তলায় মাটি নেই। তাই এই সমস্ত চক্রান্ত করছে। দীপক ঘোষের এরকম কোন অডিওর কোন সত্যতা নেই।

এ বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, 'অডিওতে পরিস্কার শোনা যাচ্ছে ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য দীপক ঘোষ ও বনগাঁ পৌরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দিলীপ মজুমদার কথা বলছেন, সেখানে বিএসএফকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, মহকুমা শাসক সম্পর্কে নোংরা কথা বলা হচ্ছে, বিজেপিকেও কদর্য ভাষা আক্রমণ করা হচ্ছে। এটাই তৃণমূলের কালচার। এর তদন্ত চাই।

সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অডিওটি কয়েক মাসের পুরনো। কোন মদের আসর থেকে কেউ বা কারা রেকর্ডিং করে ছিল। তা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, কোন ব্যক্তিগত কথোপকথন আলাপচারিতা রেকর্ডিং করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

# 'আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদ লেখা কালো ঘুড়ি- বেলুন উড়ল বনগাঁর আকাশে

প্রতিনিধি : আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে রাত দখল কর্মসূচি চলছে রাজ্যজুড়ে। এবার বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার বিকেলে বনগাঁর আকাশ দখল করে কালো ঘুড়ি ও বেলুন উড়িয়ে আরজিকর কান্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে উৎসব করল কয়েকশো মানুষ। ঘুড়ি ও বেলুনের গায়ে জাস্টিসের দাবিতে লেখা একাধিক বক্তব্য। প্রতিবাদীরা উড়িয়ে দিল আকাশে। একদিকে সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর কান্ডের শুনানি চলছে। অন্যদিকে এক মাস পার হলেও আন্দোলনে ভাটা পড়েনি। বিভিন্নভাবে চলছে প্রতিবাদ। এদিন বিকালে বনগাঁ নীলদর্পণ এর সামনে কালো ঘুড়ি বেলুন উড়িয়ে প্রতিবাদ জানালো কয়েকশো মানুষ। প্রতিটি কালো ঘুড়িতে লেখা প্রতিবাদের স্লোগান । সাথে কালো গ্যাস বেলুন। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী উৎসবে ফিরতে বলেছেন। তাই আজ বিশ্বকর্মা পুজোর দিন আকাশ দখল করে প্রতিবাদের ভাষায় উৎসব পালন করলাম।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

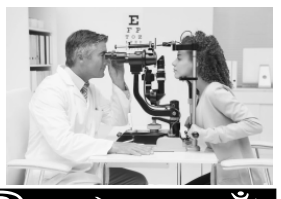

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Digital Signature
Authorised by Emudra
এখানে ডিজিট্যাল সিগ্নেচার এর জন্য যোগাযোগ করুন
আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স
কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020


Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**